দৈনিক বাংলা

141

তারিখ 1/4/80 ... ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৬ ...

আজ থেকে দেশব্যাপী খাল খনন কর্মসূচী শুরু

উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য খাল কাটায় অংশ নিন ঃ জিয়া

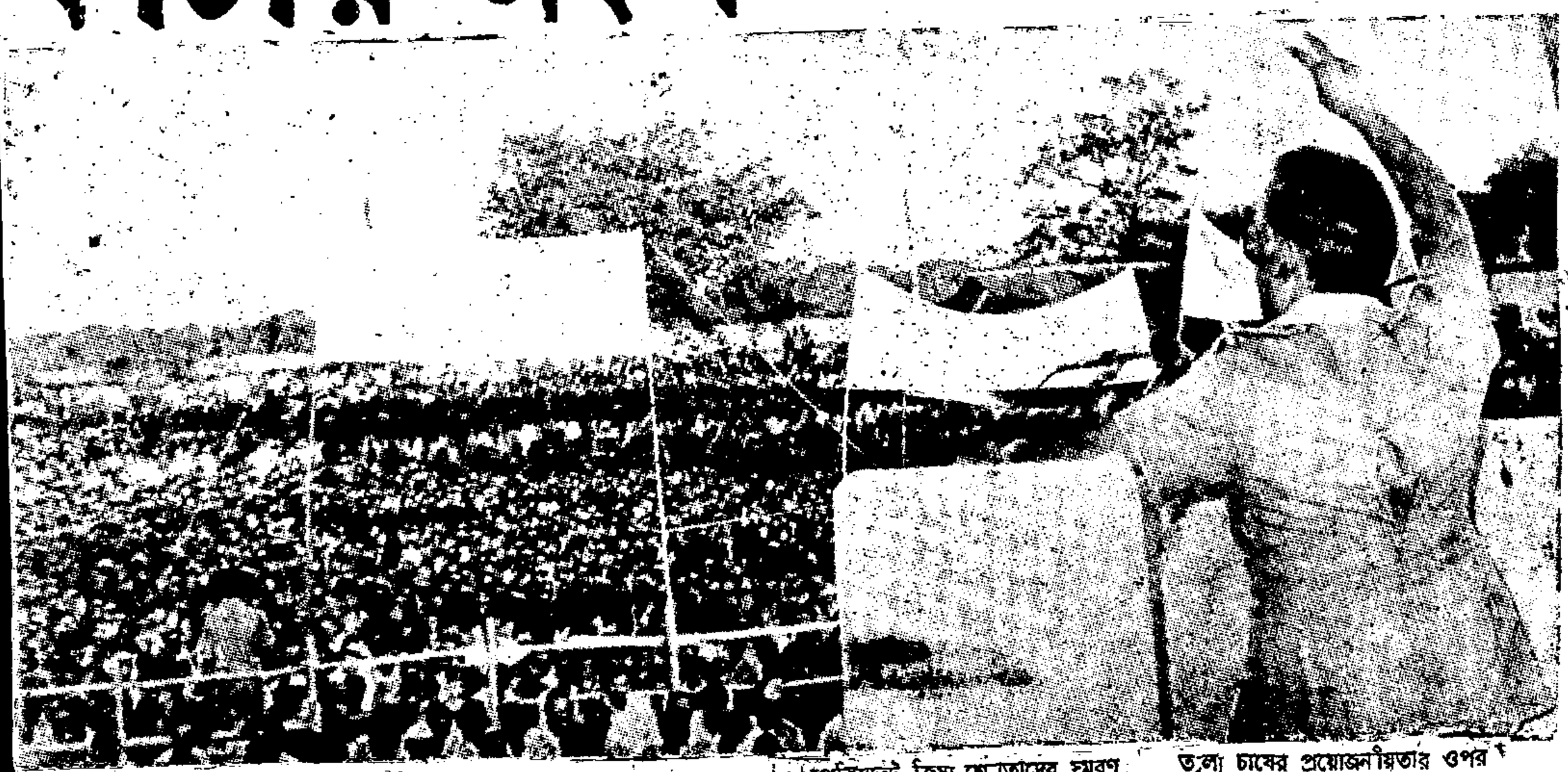

গোপালপুর (টাঙ্গাইল), ৩১শে অক্টোবর (বাসস)।—প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান আজ বলেন যে আগামীকাল থেকে দেশব্যাপী যে খাল খনন কর্মসূচী শুরু হচ্ছে তাতে ৯ কোটি মানুষের অংশগ্রহণ শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের সফল বাস্তবায়নের পথ সুগম করবে।

আজ বিকেলে এখানে এক বিরাট জনসভায় ভাষণে প্রেসিডেন্ট বলেন, গত বছর এই কর্মসূচীর মাধ্যমে যে সাফল্য অর্জিত হয়েছে তা স্বেচ্ছা-শ্রমের ভিত্তিতে এ বছর এই ধরনের আরো উদ্যোগ নিতে জনগণকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। তিনি আস্থা প্রকাশ করে বলেন যে জনগণের অব্যাহত উৎসাহ-উদ্দীপনা ও সক্রিয় সহযোগিতায় বাংলাদেশ সম্ভাব্য স্বল্প সময়ের মধ্যে খাদ্যে স্বনির্ভরতা অর্জনে সক্ষম হবে।

প্রেসিডেন্ট জিয়া বলেন, গত বছরের মতো এবারও সরকার খাল থেকে সেচের পানি মাঠে পৌঁছে দেয়ার জন্যে বিনামূল্যে পাওয়ার পাম্পের ব্যবস্থা করবেন।

তিনি জাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে এই কর্মসূচীকে পুরোপুরি সফল করার জন্যে পল্লীর জনগণকে কার্যকরভাবে সংগঠিত করার আহ্বান জানান।

প্রেসিডেন্ট জিয়া দেশের উন্নয়ন তৎপরতার অবাধ অগ্রগতি নিশ্চিত করার জন্যে পরিবার পরিকল্পনা ও নিরক্ষর জনগণকে শিক্ষিত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

এর আগে জামালপুর শহরে জামালপুর ও টাঙ্গাইল জেলার স্বনির্ভর গ্রাম সরকার প্রধান ও কর্মীদের উদ্দেশে, ভাষণে প্রেসিডেন্ট খাল খনন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণের জন্যে পল্লীর জনগণের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টির আহ্বান জানান। তিনি তাঁদের প্রতি পল্লীর জনগণকে কার্যকরভাবে সংগঠিত করার ও সঠিক নেতৃত্ব দেয়ার আহ্বান জানান যাতে করে তারা সুখী ও সমৃদ্ধিশালী সমাজ গড়তে পারেন।

(শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

প্রেসিডেন্ট জিয়া বলেন যে পল্লীর জনগণের কল্যাণের মধ্যেই জাতির কল্যাণ নিহিত এবং সে কারণেই পল্লীর জনগণকে দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্যে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

প্রেসিডেন্ট বলেন, দেশের ৬৮ হাজার গ্রামকে প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার জন্যে গ্রাম সরকারের হাতে ধীরে ধীরে আরো ক্ষমতা দেয়া হবে।

প্রেসিডেন্ট জিয়া শ্রোতাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে বাকশালীরা জনগণের আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হয়ে এখন হিংসা ও ধ্বংসের রাজনীতি শুরু করেছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে বাংলাদেশের জনগণ বাকশালীদের অশুভ তৎপরতা দৃঢ়তার সঙ্গে নস্যাৎ করে দেবে এবং এদেশের মাটিতে আর কখনো অস্ত্রের রাজনীতি করতে দেবে না।

সকালে প্রেসিডেন্ট জিয়া জামালপুরে বিএনপির তাঁতী অঙ্গসংগঠনের সম্মেলনে ভাষণ দেন। এই সংগঠনের এই প্রথম সম্মেলন হলো।

এ উপলক্ষকে তিনি ঐতিহাসিক বলে বর্ণনা করে তাঁতী সম্প্রদায়ের কার্যকর সংগঠন গড়ে তোলার মাধ্যমে বাংলাদেশের তাঁত শিল্পের লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনার আহ্বান জানান।

তিনি ঘোষণা করেন যে তাঁত-শিল্পের সার্বিক উন্নয়নের জন্যে তাঁর দল একটি ব্যাপক পরিকল্পনা তৈরি করছে। পরিকল্পনাটি যথা-সময়ে সরকারের কাছে অনুমোদনের জন্যে পেশ করা হবে।

তুলা চাষের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে প্রেসিডেন্ট বলেন যে এক্ষেত্রে সরকার ইতিমধ্যেই পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিয়েছেন যাতে করে সম্ভাব্য স্বল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ তুলা উৎপাদনে স্বনির্ভর হতে পারে।

সম্মেলনে বিএনপির সেক্রেটারী জেনারেল ডঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরী, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী জনাব আবদুল হালিম চৌধুরী, জনশক্তি প্রতিমন্ত্রী জনাব আতাউদ্দিন খান ও স্বরাষ্ট্র উপমন্ত্রী অধ্যাপক সালাম বক্তৃতা করেন।